ডিসেম্বর ২০২০

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

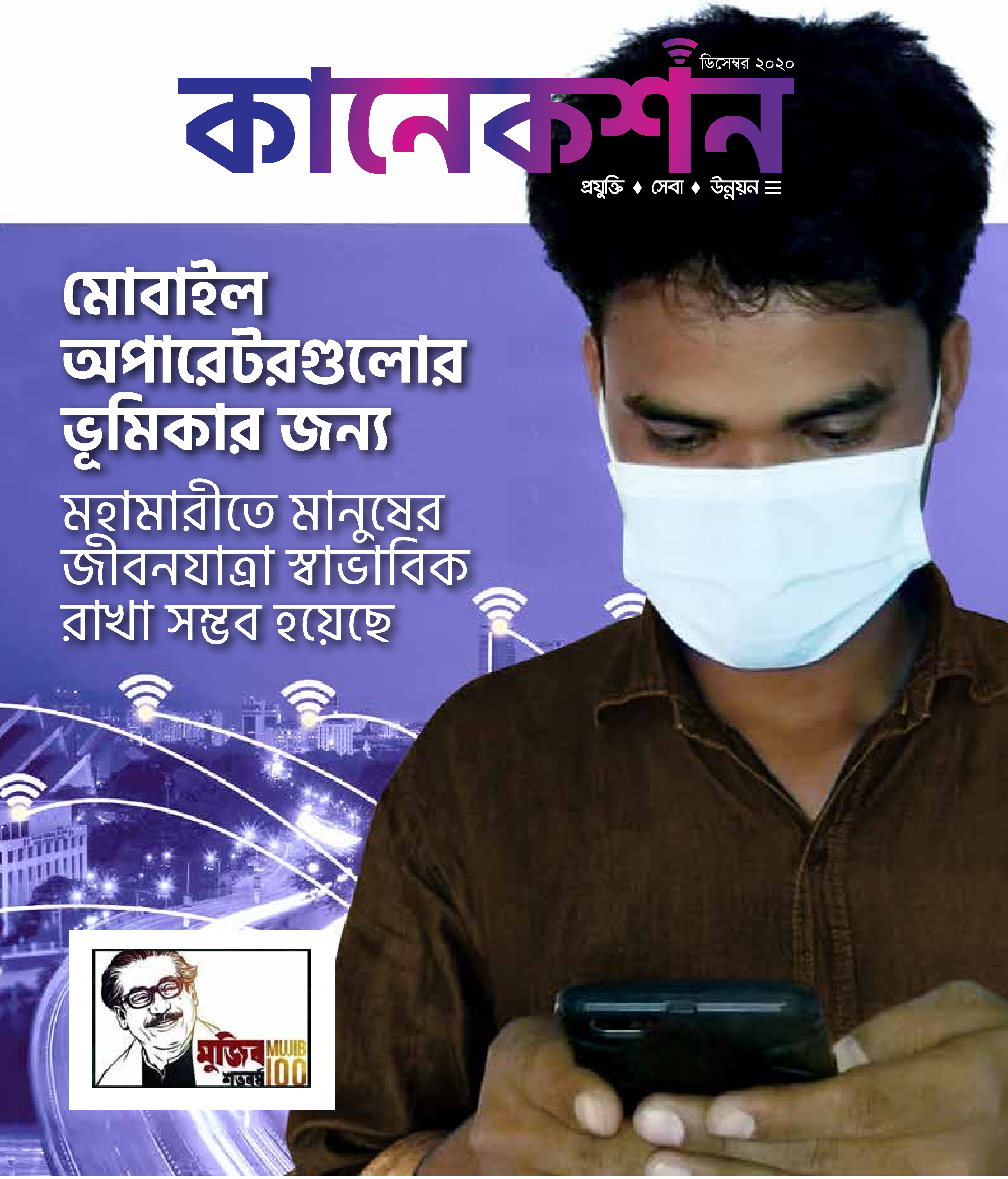

মোবাইল অপারেটরগুলোর ভূমিকার জন্য

মহামারীতে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

banglalink গ্রামীণফোন Citycell রবি teletalk
ERICSSON HUAWEI NOKIA

কানেকশন
প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
নিউজলেটার বর্ষ-০৮, সংখ্যা-২

>> সূচীপত্র

০৩ মোবাইল অপারেটরগুলোর ভূমিকার জন্য মহামারীতে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে

০৫ প্রতিবেদনে যা আছে

০৭ জিএসএমএ-এর সুপারিশ

০৮ রবি সিইও'র সাক্ষাৎকার

১০ নোকিয়া কান্ট্রি হেডের সাক্ষাৎকার

১১ আগামী সভ্যতা গড়ে উঠবে টেলিযোগাযোগের মহাসড়কের উপর ভিত্তি করে

১৪ শিক্ষিকার সাক্ষাৎকার

১৫ সদস্যদের কার্যক্রম

>> সম্পাদনা পরিষদ

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ওলে বিয়র্ন
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন লিমিটেড

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনূর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অব কমিউনিকেশন, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

কোভিড-১৯ আমাদের এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে যার জন্য সারা দুনিয়ার কেউই আসলে প্রস্তুত ছিল না। এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরের মানুষেরা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জীবন-জীবিকা পরিচালনা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেও আমাদের টিকে থাকতে হচ্ছে, টিকে থাকতে হয়।

আর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও হাজার হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন। তারা সত্যিই ভাগ্যবান যারা আক্রান্ত হয়েও সুস্থ্য জীবনে ফিরতে পেরেছেন। মৃতের হার আমাদের দেশে হয়তো কম বা যা-ই হোক না কেন প্রতিটি প্রাণ আমাদের কাছে মহামূল্যবান। এই সময়ে যারা চলে গিয়েছেন তাদের প্রতি দেশের মোবাইল শিল্প খাতের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাই।

দেশ ও দেশের মানুষ যখনি কোন দুর্যোগে পড়ে তখনই মোবাইল খাত তাদের হস্ত প্রসারিত করে; সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রযুক্তিগত তো বটেই এর বাইরেও নানাভাবে মানুষদের পাশে দাঁড়ায় এই খাত। আর তাই কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত প্রতিটি মানুষ ও পরিবারের পাশে আছি আমরা।

আমাদের এবারের সংখ্যা সাজানো হয়েছে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সময়ে মোবাইল খাত কীভাবে মানুষদের সংযুক্ত রেখেছে তা নিয়ে সম্প্রতি জিএসএমএ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে সামনে রেখে। তাছাড়া আরও আছে সিটিও ফোরাম ও এমটব আয়োজিত একটি ওয়েবিনার নিয়ে প্রতিবেদন যেখানে দেশের প্রযুক্তি, ব্যাংক ও টেলিযোগাযোগ খাতের নীতিনির্ধারকরাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি থাকছে নিয়মিত বিভাগগুলো।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

আমরা মানব সভ্যতার এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি যখন পৃথিবী ক্রমেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলছে। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা সাধিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছি মাত্র। ঠিক এমন একটি সময়ে কোভিড-১৯ এর সর্বগ্রাসী সংক্রমণে দুনিয়ার মানুষ দিশেহারা।

তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে আমরা যে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি, যাকে নিউ নরমাল বলে অভিহিত করা হচ্ছে তাতে ডিজিটাল যুগে অভিগমণের পথ ত্বরান্বিত হয়েছে। নিউ নরমাল মানে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

আর নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষের প্রযুক্তির উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। ভাবতে অবাক লাগে, সভ্যতার এত উৎকর্ষতার মধ্যেও এক সামান্য ভাইরাসের কাছে সারা দুনিয়া আজ জিম্মি হয়ে আছে। আবার যতটুকু নিজেদের রক্ষা করতে পারছে বা পেরেছে সেটাও প্রযুক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে। আসলে কোভিড-১৯ শিখিয়েছে আমাদের আরও কতোটা পথ যেতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশা, দেশে যথাযথ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সরকার মোবাইল খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম নীতি ও রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে। এই খাত এখনো অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে ফলে আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে আগাতে পারছি না। আমরা সার্বিকভাবে সরকারের কাছে সহযোগিতা কামনা করি।

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
প্রেসিডেন্ট, এমটব

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

>> এমটব বোর্ড

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মোঃ সাহাব উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব
এমটব

>> এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

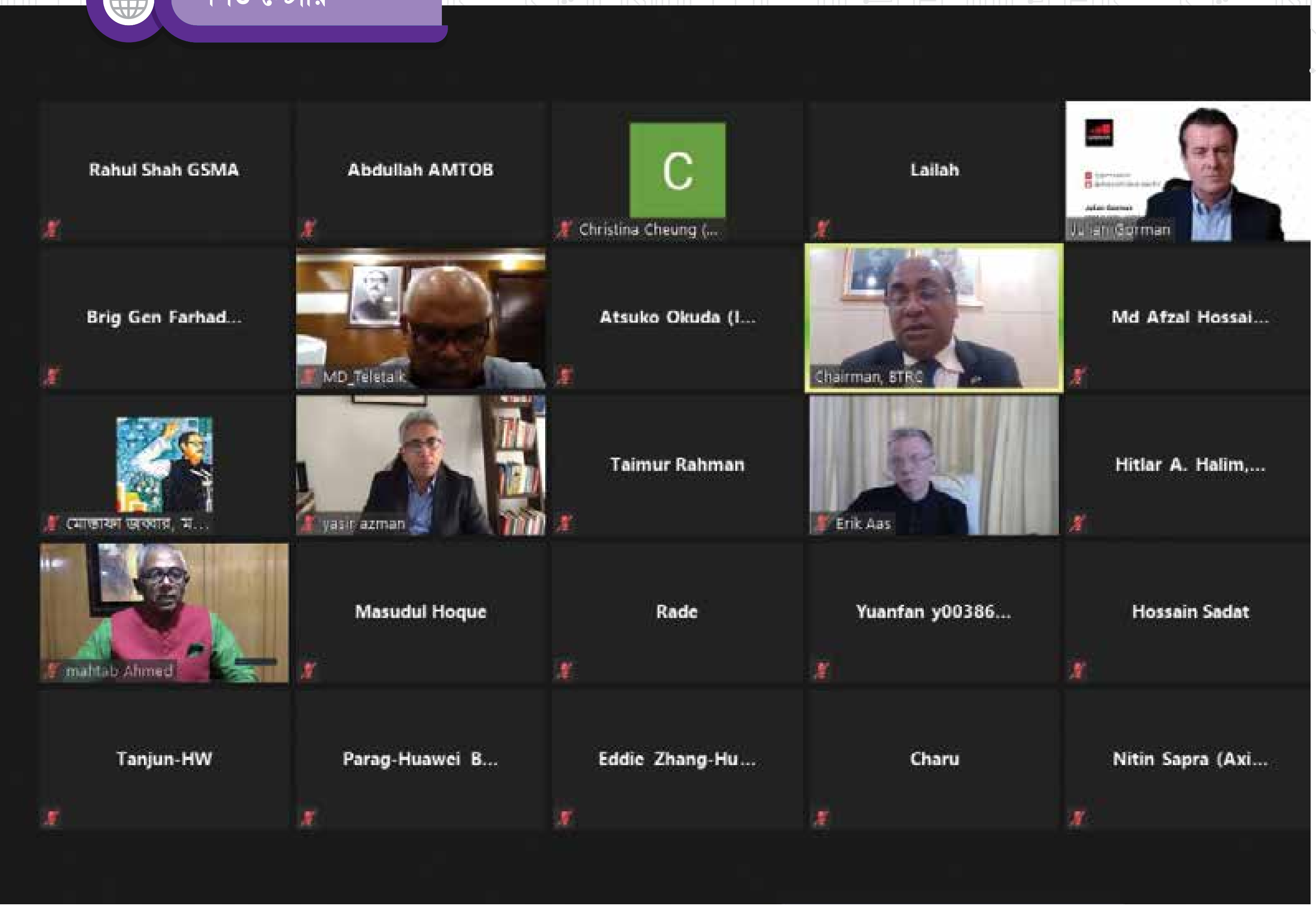

মোবাইল অপারেটরগুলোর ভূমিকার জন্য মহামারীতে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে

মোবাইল শিল্পের বৈশ্বিক সংগঠন জিএসএমএ-এর ন্যাশনাল ডায়ালগ সম্প্রতি এ শিল্প কীভাবে করোনাভাইরাস মহামারীকালে বাংলাদেশকে সংযুক্ত রেখেছে তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'কিপিং বাংলাদেশ কানেকটেডঃ দি রোল অফ দ্যা মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ডিউরিং দ্যা কোভিড নাইন্টিন পেন্ডেমিক' (বাংলাদেশকে সংযুক্ত রাখা: কোভিড-১৯ মহামারীর সময় মোবাইল শিল্পের ভূমিকা) শীর্ষক এই প্রতিবেদনে মহামারীর কারণে এই শিল্পে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয় যা করা হলে ভবিষ্যতে মোবাইল শিল্প আরো বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বছরের শেষে গত ১৭ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনটি অনলাইনে প্রকাশ করা হয় এবং একই সময়ে একই বিষয় নিয়ে একটি অনলাইন গোলটেবিলেরও আয়োজন করা হয়। গোলটেবিলে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, মোবাইল সেবাদাতা কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরাসহ জিএসএমএ এবং জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগ সংস্থা আইটিইউ-এর প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

গোলটেবিলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। জিএসএমএ এবং আইটিইউ (আন্তর্জাতিক টেলিযোগযোগ ইউনিয়ন) এর পক্ষ থেকে দুইটি পৃথক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক, গ্রামীণফোন, রবি ও টেলিটকের প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক যথাক্রমে এরিক অস, ইয়াসির আজমান, মাহতাব উদ্দিন আহমেদ এবং মোঃ সাহাব উদ্দিন।

জিএসএমএ-এর এশিয়া-প্যাসিফিকের প্রধান জুলিয়ান গরমেনের সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় আইটিইউ-এর আঞ্চলিক পরিচালক আতসুকো ওকোদো বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জিএসএমএ-এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মোবাইল ফর ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক রাহুল শাহ।

মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি মোবাইল অপারেটরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য মহামারী পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন উচ্চ কর হার সমস্যাসহ টেলিকম খাতের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরকার অবগত এবং এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা নিরসনের উপায় বের করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের কর্মীরা যেমন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে তেমনি বেসরকারি টেলিকম প্রতিষ্ঠানসমূহ নেটওয়ার্ক সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এজন্য বেসরকারি অপারেটরগুলোকে ধন্যবাদ জানান তিনি। দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন মন্ত্রী।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আফজাল হোসেন দেশে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী ২০২১ সাল নাগাদ প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল অপারেটর ও বিটিআরসির মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার। তিনি বলেন, অপারেটররা যেন তরঙ্গ নানা সেবায় ব্যবহার করতে পারে সে উদ্যোগের পাশাপাশি টেলিকম সেবায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে এবং উন্নত ও নিরাপদ ইন্টারনেট সেবার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফাইবার অপটিক গাইডলাইন তৈরি করা এবং সেবার মান নির্ধারণে নীতিমালা বাস্তবায়নে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অপারেটরদের প্রধান নির্বাহীরা মহামারীকালে ও অন্যান্য সময়ে সরকারের সহায়তার প্রশংসা করে টেলিকম খাতে নীতিমালা সংস্কার, তরঙ্গ মূল্য এবং উচ্চ কর হারের বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

অত্যন্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেলিযোগাযোগকে জরুরি সেবা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকার তথা টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর প্রশংসা করেন প্রধান নির্বাহীরা। তারা আরও বলেন যে যখন ইন্টারনেট সেবা সবার জন্য সহজলভ্য করতে অপারেটররা কাজ করছে, সে সময়ে চলতি বাজেটে ইন্টারনেট সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি তাদের সে প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে। সার্বিকভাবে এই সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বৃদ্ধি করেছে।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল সিম বা রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার বিপরীতে সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে মোবাইল ফোনে কথা বলা, এসএমএস পাঠানো এবং ডেটা ব্যবহারের খরচ বেড়ে যায়।

বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস শক্তভাবে করোনা মহামারী মোকাবিলা করায় বাংলাদেশের লড়াকু মানুষদের প্রশংসা করেন। তবে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বাজেটে কর বাড়ানোয় তা টেলিকম অপারেটরদের উপর চাপ সৃষ্টি করে কারণ লোকেরা এর জন্য ব্যয় কমিয়ে ফেলে।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমান বলেন, সরকারের সহযোগিতায় করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর থেকে টেলিকম অপারেটররা পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলা করে আসছে। তিনি বলেন যে টেলিকম সেবাকে জরুরি পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করা একটি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত ছিল। মে মাসে মহামারী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল তখন বাংলাদেশ আরও একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তা ছিল সুপার সাইক্লোন আম্পান। সেই কঠিন সময়ে অপারেটররা গ্রাহকদের টেলিকম সেবা নিশ্চিত করে।

রবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহারে যে ধরনের প্রবৃদ্ধি আসছিল ২০২০ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি সে পর্যায়ে ছিল না। ইন্টারনেট আরও সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ এখন উচ্চ কর হার, রেগুলেটরি নীতিমালা সংস্কার, তরঙ্গ মূল্য এবং এ ধরনের কিছু নীতিমালা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আটকে আছে। এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।

টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন বলেন, কোভিড-১৯ কালে কিছু চ্যালেঞ্জের কারণে অপারেটর উন্নততর পরিষেবা দিতে পারছে না। তিনি বলেন, তাদের রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পরিবর্তন হচ্ছে।

জিএসএম-এর প্রতিবেদনে যা আছে

করোনাভাইরাস মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটররা যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে জিএসএম-এর প্রতিবেদনে তা সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অত্যাবশ্যকীয় তথ্য প্রচার

নানা রকম পরামর্শসহ সর্বশেষ পরিস্থিতি নাগরিকদের নিয়মিতভাবে জানানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে মোবাইল সেবাদাতারা। অপারেটররা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এসএমএসসহ বিভিন্ন এপ্লিকেশন ব্যবহার করে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। এটা রোগী সনাক্ত করা এবং সরকারকে মহামারীর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করছে।

সংযোগ চালু রাখতে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ নিশ্চিত

অনেক বাংলাদেশি বাড়ি থেকে কাজ এবং পড়াশোনা করছেন। মহামারীকালে ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে যে কারণে এর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মোবাইল অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্ক সমুন্নত রাখার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিনিয়োগ করছে। মহামারী শুরুর প্রারম্ভিককালে ডাটার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়, আবার নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম চালান বাধাগ্রস্ত হওয়ায় তা সম্প্রসারণ বিলম্ব হয়। এই প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে অপারেটররা এই জরুরি সেবা রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতে সক্ষম হন।

মোবাইল সেবা সাশ্রয়ীকরণে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা

মহামারীকালে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটালসেবা প্রাপ্তি এবং এ সংক্রান্ত সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত মৌলিক একটি ব্যাপার। এই গুরুত্ব বুঝে সংকটকালে মোবাইল সেবাদাতারা সাময়িকভাবে মোবাইল সেবার খরচ আরও কমিয়েছে এবং সাবসিডি দিয়েছে। এর মধ্যে আছে একই মূল্যে অধিক পরিমাণে ডাটা প্রদান, গ্রাহকদের প্রিপেইডের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ফ্রিতে ব্যালান্স ট্রান্সফার করা হয়েছে, পেমেন্ট অপশন সহজ করা হয়েছে, নিম্ন আয়ের মানুষ এবং সম্মুখ সারির কর্মীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু সেবার ক্ষেত্রে 'জিরো রেটিং' এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারকে মোবাইলের বিগ ডেটার মাধ্যমে সহযোগিতা

মহামারীর বিস্তার রোধে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ডাটা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। মোবাইল অপারেটররা এ-টু-আই এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সংগে এ নিয়ে কাজ করছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই ব্যবস্থায় একটি ড্যাস বোর্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোবাইল ফোনের লোকেশন এবং টেস্টের রিপোর্ট প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এই ব্যবস্থায় সংক্রমণের প্রবণতা বেশি এমন 'হট জোন'গুলোকে সনাক্ত করা হয়।

টেলিহেলথের মাধ্যমে মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ

কভিড -১৯ মারাত্মক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের উপর এটা সবচেয়ে বেশি আঘাত হানছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা সহায়ক হতে পারে এই মহামারীতে তা বোঝা গেছে। মোবাইল সেবাদাতারা আরও সাশ্রয়ী এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবাদানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেখা গেছে যে বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিকে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ই-লার্নিংয়ের সুবিধা

অপারেটররা করোনা মহামারীকালে ডিজিটাল শিক্ষাদানের পরিধী বাড়িয়ে অনলাইন ও দুরশিক্ষণের ব্যবহার বৃদ্ধিতে কাজ করছে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন এডটেক স্টার্টআপগুলিসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কাজ করে অপারেটররা ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের অনলাইনে পড়াশুনা করা জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ জন্য অতিরিক্ত সংখ্যক অনলাইন শিক্ষা উপকরণসহ হ্রাসকৃত মূল্যে ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা

বিশ্বব্যাপী ১৮৭টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দশম স্থানে রয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং সুপার সাইক্লোন আম্পানের মতো ঘটনাগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা এবং আরও সহজেই যেন এর ঝুঁকি নিরসন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতি কতোটা জরুরি। জরুরি ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য 'ডিজিটাল ডেভলপমেন্ট জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (যেএপি) এইটিন' গঠন করা হয়। অপারেটরদের কাছে জরুরি অবকাঠামো এবং তথ্য আছে যা জাতীয় দুর্যোগকালে কাজে আসে। মোবাইল অপারেটর এবং বিটিআরসি একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) এর খসড়া তৈরি করার জন্য একটি কারিগরী কমিটি গঠন করেছে যা দুর্যোগের সময় কীভাবে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার পথ দেখাবে।

কোভিড -১৯ মোবাইল শিল্পের উপর প্রভাব

গ্রাহক প্রতি মাসিক ডাটা ব্যবহারের হার (AMBPU)
১৬% এবং ২৯% ↑

গ্রাহক প্রতি কল মিনিটের মাসিক হার
-৬.৫% এবং -৭% ↓

গ্রাহক প্রতি মাসিক রাজস্ব (ARPU)
-২.৫% এবং -৭.৩% ↓

সক্রিয় গ্রাহক
-২.৪% ↓

মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক
-০.৩% ↓

রাজস্ব
-৮.২% ↓

ইবিআইটিডিএ
-৬.৫% ↓

ভয়েস এবং ডাটা সার্ভিসে ভোক্তাদের জন্য কার্যকর কর হার

ভয়েস সার্ভিসের উপর কর বৃদ্ধি
২৭.৫% ↑ ৩৩.২৫%

ডাটা সার্ভিসের উপর কর বৃদ্ধি
১৬.৫% ↑ ২১.৭৫%

জিএসএমএ-এর সুপারিশ

কোভিডকালে মোবাইল অপারেটরগুলো যেন আরো সাশ্রয়ী, উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ সেবা দান করতে পারে সে জন্য নানা রকম রেগুলেটরি বাধা দূর করা দরকার। এক্ষেত্রে সরকার ও বিটিআরসি উভয়ের ভূমিকা রাখা দরকার বলে জিএসএমএ মনে করে। এর আগে সরকার টেলিযোগাযোগ শিল্পকে 'জরুরি সেবা' বলে ঘোষণা দিয়েছে। জিএসএমএ নিচের তিনটি ব্যাপারে সুপারিশ করেছে যা এই সময়ে ও ভবিষ্যতে মোবাইল শিল্পকে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম করবে।

নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ

মোবাইল অপারেটরদের তাদের সংশ্লিষ্ট বিটিএস / নোড-বি / ই নোড-বি, নতুন রেডিও পর্যন্ত নিজস্ব ফাইবারের মাধ্যমে শেষমাইল (লাস্ট মাইল) সংযোগ স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

শুল্ক ও আবগারি সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি সহজলভ্য করা এবং নেটওয়ার্ক সরঞ্জামকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হলে বা ডিজিটাল শিল্প সরবরাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। দ্রুততার সাথে বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সাইটগুলো আরও বেশি শক্তিশালী করা এবং নতুন সাইট অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনার প্রক্রিয়া করা দরকার।

একটিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং (আরএএন ও কোর নেটওয়ার্ক শেয়ারিং) এর অনুমোদন দিয়ে বিনিয়োগের পুনরাবৃত্তি হ্রাস এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা দরকার।

ডিজিটালসেবার পরিধি বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ

মহামারী চলাকালীন ডিজিটাল যোগাযোগ এবং লেনদেনকে উৎসাহিত করতে মোবাইল খাত, পাবলিক এবং ডেটা কমিউনিকেশন সেবা, মোবাইল মানি সেবা, এবং আন্তর্জাতিক গেটওয়েতে শিল্প কর, শুল্ক এবং ফি-কে যৌক্তিক করে তোলা দরকার। করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং এই সংক্রান্ত সুবিধা বঞ্চিত এলাকাগুলোতে সাশ্রয়ী মূল্যের ডিজিটালসেবা নিশ্চিত করতে সোস্যাল অবলিগেশন ফান্ডের অধীনে একটি বিশেষ মোবাইল নেটওয়ার্ক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যায়।

স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্যে ই-স্বাস্থ্য, বিগ ডেটা এবং টেলিমেডিসিনকে উৎসাহ প্রদান

সমস্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেমন ২০২১ রূপকল্প, কীভাবে টেলিকম, ই-হেলথ, বিগ ডেটা এবং টেলিমেডিসিনের মতো মূল খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিস্টদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করা দরকার।

একটি কাঠামো তৈরি করা দরকার যেখানে মহামারী চলাকালে ডেটা (টেলিযোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য) কীভাবে আদান-প্রদান করা এবং পরিচালনা করা হয় তা সুস্পষ্ট করা থাকে।

* আলোকচিত্র ও ইনফোগ্রাফিক জিএসএম-এর সৌজন্যে

টেলিযোগাযোগ খাতের সামগ্রিক সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, রবি আজিয়াটা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও। ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের একমাত্র ব্যবসায়িক সংগঠন এমটবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনের পুরো সময়েই তিনি পার করেছেন কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মাথায় নিয়ে। অভুতপূর্ব এ পরিস্থিতিতে দেশের টেলিযোগাযোগ খাত কেমন করছে, এই খাতের সম্ভাবনা-সংকট, ডিজিটাল অর্থনীতি, কানেকটিভিটি, অবকাঠামো, নীতিমালা সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কানেকশনের সাথে কথা বলেছেন **মাহতাব উদ্দিন আহমেদ**।

শুরুতেই কোভিড-১৯ কালে নিউ নরমাল পরিস্থিতিতে মোবাইল অপারেটরদের ব্যবসা ও অবস্থা সম্পর্কে এমটব সভাপতি বলেন, করোনা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয় পুরো মানবজাতির জীবনেই একটি অভিশাপ। এ ধরনের ভয়ঙ্কর সংক্রামক ব্যাধি গত ১০০ বছরে আমরা দেখিনি। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চল আক্রান্ত হয় কিন্তু গ্লোবাইলাইজেশনের এ যুগে করোনার কারণে আমরা সবাই আক্রান্ত। তবে এ করোনা মহামারী আমাদের চেনা পৃথিবীকে নতুন করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপান্তরে নেতৃত্ব প্রদানকারী খাত হিসেবে এবং কানেকটিভিটি প্রোভাইডার হিসেবে কোভিড-১৯ আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ই-কমার্স, হোম অফিস, ডিজিটাল সেবার জন্য এখন মানুষ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। লকডাউন অবস্থার কারণে ইন্টারনেট ডেটার ব্যবহারে একদিক যেমন বেড়েছে, অপরদিকে অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে অনেক মানুষ মোবাইল ফোনের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছিল যাদের অনেকেই আবার নেটওয়ার্কে ফিরতে শুরু করেছেন। যারা আমাদের নেটওয়ার্ক ছেড়ে দিয়েছেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সময়ে কানেকটিভিটি পৌছে দেওয়া ছিল আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই সরকার, বিটিআরসি, পিজিসিবি, বিটিসিএল, রেলওয়েসহ আমাদের সকল অংশীদারদের। তাদের সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন সময়ে আমাদের সেবা প্রদানের কাজটি হতো অনেক কঠিন।

পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৮ এর নির্ধারিত লক্ষ্য ও অভিষ্ট অর্জনে সংশ্লিষ্ট সবার আরও কাজ করার সুযোগ আছে বলে মনে করেন এমটব সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ১৯৯৮ ও ২০১৮ সালে প্রণীত

দুটো টেলিযোগাযোগ নীতিমালাই বর্তমান সরকারের হাত ধরে আমরা পেয়েছি। ১৯৯৮ সালের নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে আমরা যেভাবে সফল হয়েছি, ২০১৮ সালের নীতিমালাকে সফল করতে আমাদের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে আমি মনে করি। ২০২৩ সালের মধ্যে টেলিডেনসিটি ১০০% করা এবং ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের সব গ্রামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌছানোর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালাগুলোর (যেমন-বেতার তরঙ্গ, ফাইবার) সংস্কার ও পূর্ণ বাস্তবায়নে আমাদের জোর দিতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি সে খাতগুলো ধরে কাজ করলে পরিপূর্ণ ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণের পথে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো।

টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ বিষয়ে মাহতাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার মান আমাদের সাথে তুলনীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমি বলবো যথেষ্ট মানসম্পন্ন, তবে আরও উন্নতির সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। যে বিষয়টি আমাদের দেখা প্রয়োজন সেটি হলো এখানে অনেকগুলো বিষয় জড়িত, যেটার গভীরে যেতে আমরা খুব একটা আগ্রহী হই না। মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য- তরঙ্গ, ফাইবার অপটিক এবং স্মার্টফোন। কোভিড পরিস্থিতিতে ডেটার চাহিদা আগের চেয়ে ২৫-৩০% বেড়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের নেটওয়ার্কের ওপর রাতারাতি একটি বাড়তি চাপ তৈরি হয় যা সামাল দেওয়ার জন্য আমরা সাময়িক সময়ের জন্য সরকারের কাছে অব্যবহৃত তরঙ্গ বরাদ্দ চেয়েছিলাম। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আশা ছিল সরকার আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তরঙ্গ বরাদ্দ দেবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যান্ডে ১৫০ মেগাহার্টজের বেশি তরঙ্গ সরকারের কাছে অব্যবহৃত পড়ে আছে। সেখান থেকে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হলে সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হতো বলে আমরা মনে করি।

মাহতাব আরও বলেন, বাংলাদেশে তরঙ্গের মূল্য যে অপারেটরদের জন্য বেশি সেটি এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তরঙ্গ নিলাম আয়োজনের দিকে তাকালে বোঝা যায়। প্রত্যেকটি নিলামেই যে পরিমাণ তরঙ্গ বিক্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল তার একটি বড় অংশ উচ্চ মূল্যের কারণে শেষ পর্যন্ত অবিক্রিত থেকে গেছে। আমরা মনে করি, বাস্তবতার নিরিখে আমাদের তরঙ্গের মূল্য নির্ধারণ করা উচিৎ। মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ফাইবারের অভাবকে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন এমটব সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের ৮০-৮৫% টাওয়ার এখনো ফাইবার কানেক্টেড নয়। এ সব টাওয়ারে সংযোগ প্রদানের জন্য যে পরিমাণ ফাইবার থাকা প্রয়োজন তা এখনো নেই। বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ের ফাইবার সব জায়গায় নেই, আর বেসরকারি এনটিটিএনের ফাইবার লিজের খরচ এখনো অনেক ব্যয়বহুল। ফাইবার কানেকটিভিটি বাড়াতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তন আনা এখন সময়ের দাবি।

মাহতাব বলেন, শক্তিশালী ফাইবার কানেকটিভিটি ছাড়া ফাইভ-জি সেবা কোনোভাবেই সফল করা সম্ভব নয়। কারণ ফাইভ-জির ইকোসিস্টেম ফোর-জি থেকে একেবারেই আলাদা, এখানে স্বল্প দূরত্বে বিটিএস সংযোগ দিতে হয় এবং এটি করতে হয় ফাইবার কানেকটিভিটির মাধ্যমে।

স্মার্টফোন ব্যবহার বৃদ্ধি না পাওয়ার প্রসঙ্গে মাহতাব উদ্দিন বলেন, ৩ বছরের কম সময়ে আমরা সব অপারেটর দেশের ৮০% এলাকা ফোর-জি নেটওয়ার্কের আওতায় এনেছি। সে তুলনায় আমাদের স্মার্টফোনের ব্যবহার এখনো ৪০% এর বেশি নয়, ৪-জি হ্যান্ডসেট পেনিট্রেশন ২০% এর কম।

> “করোনা মোকাবিলায় সরকারকে সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে মোবাইল অপারেটররা। অ্যানালিটিকসভিত্তিক করোনা ম্যাপিং, করোনা সংক্রমণ ট্রেসিং, এসএমএস এলার্ট সার্ভিস, করোনা হেল্পলাইন এর মতো প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা নিয়ে এসেছে অপারেটররা।”

স্মার্টফোন ব্যবহার না বাড়ার মূল কারণ এর উচ্চমূল্য। ভারতে ২ হাজার টাকার মধ্যে একটি ফোর-জি স্মার্টফোন পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের এখানে একটি ফোর-জি স্মার্টফোন কিনতে ন্যূনতম খরচ হয় ৫-৬ হাজার টাকা। ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়ে আনতে হলে স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে কম দামে স্মার্টফোন কিনতে পারে সে জন্য সরকারের দিক থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হলে স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মোবাইল অপারেটরদের ভূমিকা নিয়ে এমটব সভাপতি মাহতাব বলেন, করোনা মোকাবিলায় সরকারকে সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে মোবাইল অপারেটররা। অ্যানালিটিকসভিত্তিক করোনা ম্যাপিং, করোনা সংক্রমণ ট্রেসিং, এসএমএস এলার্ট সার্ভিস, করোনা হেল্পলাইন এর মতো প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা নিয়ে এসেছে অপারেটররা। এ ছাড়া করোনা মোকাবিলায় সম্মুখভাগের যোদ্ধা চিকিৎসকদের বিনা মূল্যে ডেটা প্রদান, ডেটার মূল্য ২৫-৩০% কমিয়ে আনার মতো বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা।

মাহতাব মনে করেন, করোনার কারণে দেশে একটি নীরব ডিজিটাল বিপ্লব ঘটে গেছে। ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। ডিজিটাল মাধ্যমে সেবা গ্রহণের যে অভ্যাস মানুষের তৈরি হয়েছে আমরা যাতে এটা ধরে রাখতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে। এ জন্য আমাদের একটু বৃহৎ পরিসরে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

এমটব সভাপতি বলেন, “আমাদের স্বীকার করতে হবে, ডিজিটাল সেবা প্রদানে যে শক্তিশালী অবকাঠামো প্রয়োজন সেখানে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। এই অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করতে মোবাইল অপারেটরদের পাশাপাশি সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। আমরা মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়নের স্বার্থে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের একটি সামগ্রিক সংস্কার অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকার এ খাতকে এগিয়ে নিতে নিঃসন্দেহে অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, তবে আরও কিছু ক্ষেত্রে সরকার যদি তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে তাহলে সেবার মান নিয়ে যে সব প্রশ্ন এখন রয়েছে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এ জন্য বেতার তরঙ্গ, ফাইবার কানেকটিভিটিসহ বেশ কিছু বিষয়ে নীতিমালা সংস্কারের কোনো বিকল্প এ মুহূর্তে নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ফাইভ-জি এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তির বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এ সংস্কারগুলো করতে হবে।

বাংলাদেশে অগ্রণী ডিজিটাল রূপান্তরে নোকিয়ার অটল প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশে অগ্রণী ডিজিটাল রূপান্তরে নোকিয়া অটল-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অভিনব সল্যুশনের মাধ্যমে সমস্ত মোবাইল ও ফিক্সড গ্রাহকদের সহায়তা করছি। নভেল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর কারণে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ আসছে সেগুলো মোকাবিলায় আমাদের অংশীদারদের সেবা দান এবং ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমরা তাদের ক্রমাগতভাবে সহায়তা করছি। সবশেষ ব্যবহারকারী বা এন্ড ইউজাররা যেন বাজারের সবচেয়ে সেরা সেবাটি পায় সেজন্য আমরা রেডিও, ক্লাউড কোর, ট্রান্সপোর্ট, ওএসএস এবং ফিক্সড নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সল্যুশন প্রদান করে আসছি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোকিয়া বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড **রাশেদ হক** কানেকশনকে এসব কথা বলেন।

রাশেদ হক বলেন, ‘গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি আকর্ষণীয় ট্র্যাক রেকর্ড দেখিয়েছে এবং ২০২২ সালে এটি একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তি একটি বড় ভূমিকা পালন করবে এবং নোকিয়া এই প্রক্রিয়ার একটি অংশ হতে প্রস্তুত।

এছাড়াও, আমরা আরও দেখছি যে বাংলাদেশ ডিজিটাইজেশনের পথে আরও এগিয়েছে এবং আইসিটি পার্ক স্থাপন ও তার প্রচার এ কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। বাংলাদেশ সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নের পথকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নোকিয়া দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ এখনো সংযোগের বাইরে আছে তাদের সংযুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তদুপরি, এই অঞ্চলে কীভাবে প্রযুক্তিগত বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখা যায় তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী দিনগুলোতে গাড়ি চালানোর পদ্ধতি উদ্ভাবনের মতো বিষয়সহ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে নানা ধরনের ব্যবসাকে আরও উৎপাদনশীল করে তুলছি। ব্যবসাকে পরিবেশ সহায়ক করা, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা এবং অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলে জনগণের

জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করতে কাজ করছি আমরা। তাছাড়া আমরা সর্বোচ্চ নৈতিক মান অনুসরণ করে আগামী দিনের প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধন করছি।

পাশাপাশি আমরা আরও মনে করি যে বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের বিস্তার, অটোমেশন, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির প্রকৃত রূপান্তর হতে এখনো বাকি আছে। নোকিয়া নানা ধরনের গবেষণার মাধ্যমে আইওটি, স্মার্ট সিটি, ইন্ডাস্ট্রি অটোমেশন ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও ডিজিটাল রূপান্তর বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ফাইভ-জি একটি মূল অনুঘটক হয়ে উঠবে এবং আমাদের নেটওয়ার্কসমূহ এই সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো ‘গ্রাউন্ডব্রেকিং ডিজিটাল’ স্বাস্থ্যসেবা সক্রিয় করা, স্বয়ংক্রিয় পরিবহন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলায় সহায়তা করা এবং আরও টেকসই বিশ্ব গড়তে সহায়তা করা।

এই সময়ে, নোকিয়ার প্রধানতম ফোকাস বা গুরুত্ব হলো এর কর্মচারী, গ্রাহক এবং অংশীদারদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এটি মাথায় রেখে বিশ্বের অন্যদের মতো আমরাও ডাবলুএফএইচ বা বাসা থেকে কাজ করার পদ্ধতি মেনে চলছি। নোকিয়ার কর্মচারীরা ২৪ ঘন্টা এটি নিশ্চিত করে থাকে যে তারা গ্রাহকদের কাছে থেকে দূরে অবস্থান করলেও কেবল এক ক্লিকের মধ্যেই রয়েছেন।

অন-লাইন সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের সাথে তাদের প্রয়োজন মেটাতে নতুন চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে হাত মিলিয়ে যাচ্ছি।

নোকিয়া বিশ্বকে সংযুক্ত করার জন্য প্রযুক্তি তৈরি করে। এই অভিপ্রায় নিয়ে আমরা বাংলাদেশে এমন একটি ডিজিটাল ব্যাকবোন তৈরির প্রয়াস করছি যেন এ দেশের জনগণকে সংযুক্ত রাখতে চলতি নেটওয়ার্কসমূহকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা যায় ও চটজলদি রূপান্তর করা যায়।

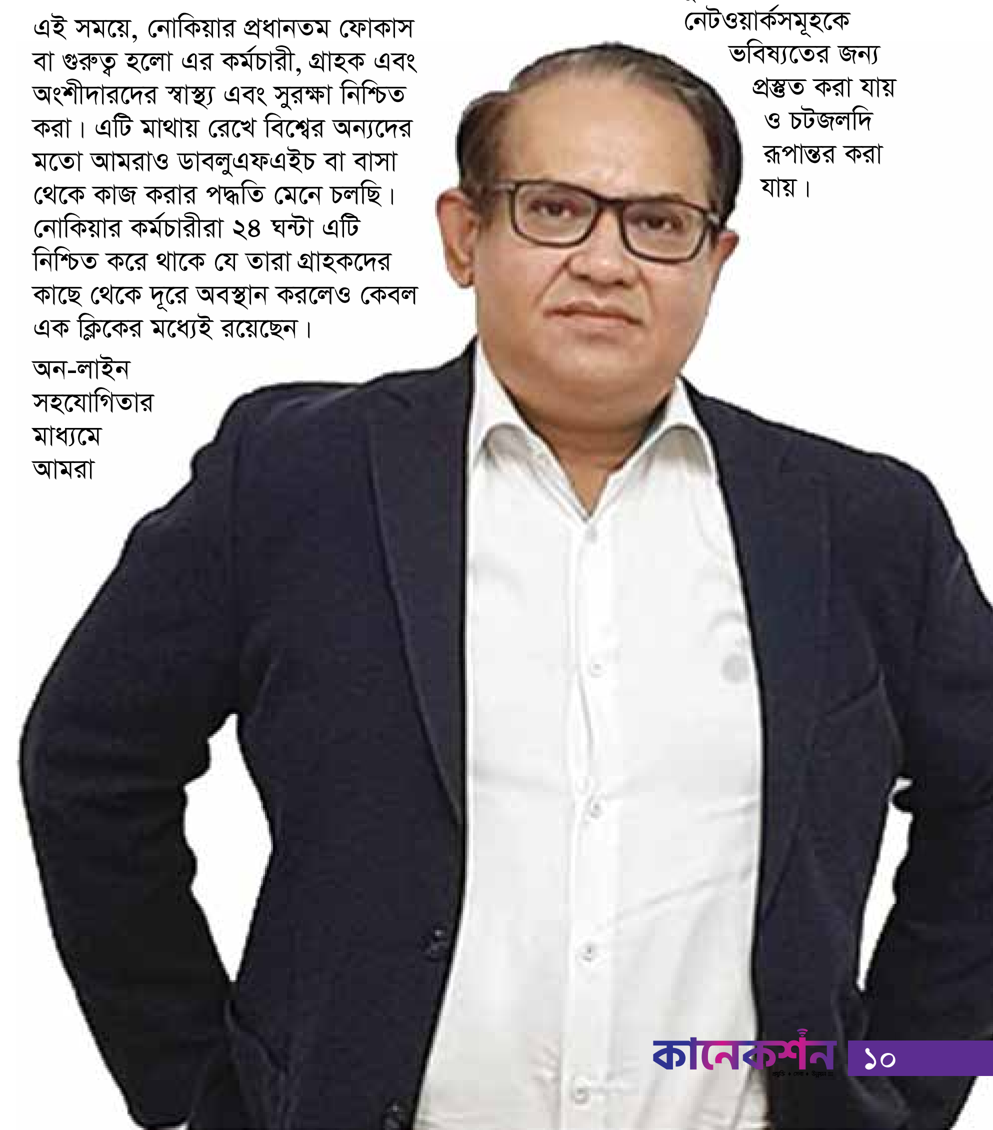

ওয়েবিনার

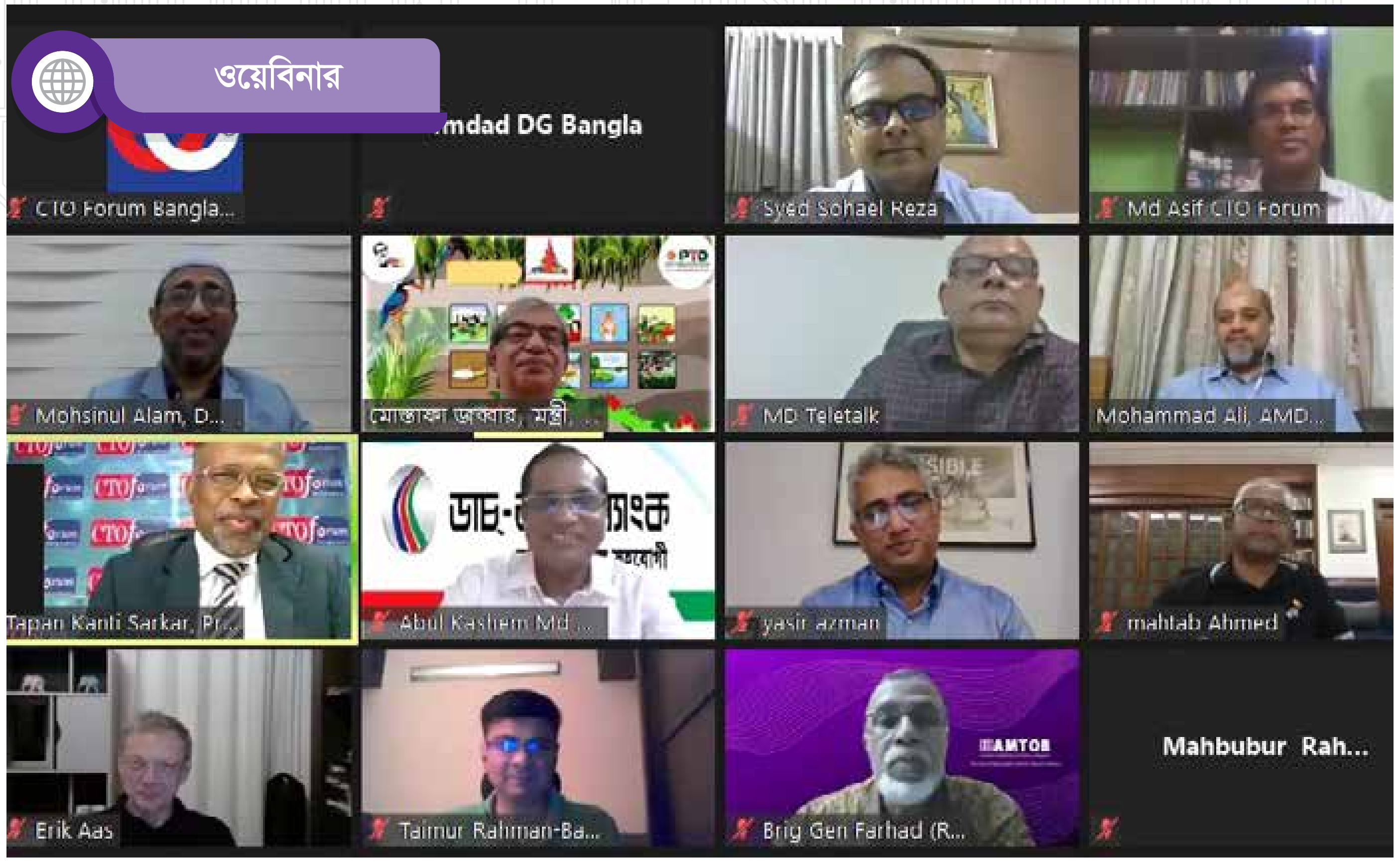

আগামী সভ্যতা গড়ে উঠবে টেলিযোগাযোগের মহাসড়কের উপর ভিত্তি করে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

সম্প্রতি বর্তমান ও সাবেক চিফ টেকনোলজি অফিসারদের সংগঠন সিটিও ফোরাম ও মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন এমটব এক যৌথ ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী। গত ২১ নভেম্বর আয়োজিত এই ওয়েবিনারে উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয়রা বক্তব্য রাখেন। ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা তপন কান্তি সরকার এবং সঞ্চালনা করেন সিটিও ফোরামের মহাসচিব ও পূবালী ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) মোহাম্মদ আলী। ফোরামের নির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ আসিফ অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন ও সৈয়দ সোহায়েল রেজা প্রতিষ্ঠানের নতুন স্থাপিত ইনোভেটিভ সেন্টার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্যের চুম্বক অংশ নিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রতিবেদন।

মোস্তাফা জব্বার

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

মোস্তাফা জব্বার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন আগামী সভ্যতা গড়ে উঠবে টেলিযোগাযোগের মহাসড়কের উপর ভিত্তি করে। আমরা যে ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছি সেখানে মূল ভিত্তি হলো টেলিযোগাযোগ। সামনের দিনগুলোতে যখন নতুন প্রযুক্তি আসবে এবং লাখ লাখ ডিভাইস যুক্ত থাকবে তখনি সম্ভব হবে পুরোপুরি ডিজিটাল রূপান্তরের। টেলিকমের মহাসড়ককে এগিয়ে নিতে নীতিমালাগত কিছু গড়মিল আছে যেগুলো জনবান্ধব করা প্রয়োজন বলে মনে করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময়ে ভয়েস কল ও মোবাইল ডাটার প্রয়োজনীয়তা কতোটা জরুরি তা বোঝা গেছে। গ্রামের মানুষেরাও মোবাইল ডাটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে; অন্তত তাদের সন্তানের শিক্ষা দানের জন্যে হলেও।
তিনি বলেন দেশের জিডিপিতে মোবাইল খাতের অবদান নিয়ে যে হিসাব দেওয়া হয় তা যদি সরাসরি ও ইনডাইরেক্টলি হিসাব করা হয় তাহলে বর্তমান ৬ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে আরো অনেক বেশি হবে। এই খাতের অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

মোঃ মোহসিনুল আলম

ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিটিও ফোরাম ও
মহাপরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকম

দেশে টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রম উন্নয়নের ধারা উল্লেখ করে মোঃ মোহসিনুল আলম বলেন, একক গ্রাহকের বিচারে বাংলাদেশ এখন এশিয়া প্যাসিফিক এলাকায় ৫ম এবং বিশ্বে ৯ম বৃহত্তম বাজার। তিনি বলেন এখন অর্থনীতিসহ শিক্ষা, কারিগরী, কৃষি সব খাত টেলিযোগাযোগের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ

প্রেসিডেন্ট, এমটব ও
এমডি ও সিইও, রবি আজিয়াটা

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিসন প্রথম যখন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এটি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল এবং স্বভাবতই দেশ-বিদেশে প্রচুর কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। আনন্দের বিষয়, এই ভিসন বাস্তবায়নে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে পেয়েছি। এরপরে শুরু হয় তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস অভিযান। টেলিযোগাযোগ শিল্প দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং জিডিপিতে এই শিল্পের অবদান ৬% এর বেশি। আমরা এখন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ডিজিটাল সলিউশন তৈরি করছি। তবে বিদ্যমান কর কাঠামো এবং অন্যান্য রেগুলেটরি ব্যয় এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নেওয়ার পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। মানুষের মধ্যে ডিজিটাল লাইফস্টাইলের প্রতি যে ক্ষুধা তৈরি হয়েছে তাতে এই অবস্থা নেতিবাচক বলে মনে হয়। এ অবস্থায় টেলিযোগাযোগ খাত সংলিস্টদের সংগে পরামর্শ করে সরকার সকল নীতিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে বলে মনে করি।

এরিক অস

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমটব ও
সিইও, বাংলালিংক

বাংলাদেশ এখনো ফাইভজি চালু করার মতো অবস্থায় পৌঁছেনি কারণ এখানে এ সংক্রান্ত ইকোসিস্টেম এবং রেগুলেশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও অনুপস্থিত। কোনও সন্দেহ নেই যে নতুন প্রযুক্তি চালু হওয়ার পরে সেবার গুণগত মান নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় এবং তা নতুন নতুন সুযোগ নিয়ে আসে।
আসন্ন ফাইভজি অবশ্যই মোবাইল ব্রডব্যান্ডের গতি বাড়িয়ে তুলবে, কোটি কোটি ডিভাইস সংযুক্ত করবে, অনেক শিল্পকে স্বয়ংক্রিয় করবে এবং ইন্টারনেট অফ থিংস নতুন ট্রেন্ড হয়ে উঠবে। তবে, অনুকূল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা, তরঙ্গের মূল্য সাশ্রয়ী করা, পরিবাহী অবকাঠামো গড়ে তোলা, উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং ফাইভজি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য সহনীয় কর ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করা দরকার। এটা দেশের ডিজিটাল অগ্রগতিতে টেকসই প্রভাব ফেলবে।

ইয়াসির আজমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমটব ও
সিইও, গ্রামীণফোন

অত্যাবশ্যক সেবাদাতা হিসেবে টেলিকমের ভূমিকা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি। কোভিড-১৯ কালে নতুন বাস্তবতা আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের পথকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। কানেক্টিভিটির চাহিদা অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ায় শিল্প হিসাবে গ্রাহকদের সেবা ও ভালো অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। নতুন ডিজিটাল অর্থনীতিতে টেলিকম শিল্পের প্রতি সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। দেশের অর্থনীতি ও টেলিযোগাযোগ শিল্পের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষের জন্য একে একটি আনুভূমিক বাণিজ্যিক খাত হিসেবে মূল্যায়ন না করে এর জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির সহায়ক একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। করোনাভাইরাস মহামারী কতদিন স্থায়ী হবে এবং কতদিন এর প্রভাব থাকবে তা বলা কঠিন, কিন্তু উন্নয়ন অব্যাহত রেখে একে জোরদারভাবে মোকাবেলার জন্য আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

মোঃ সাহাব উদ্দিন
পরিচালক, এমটব ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক

সরকারের ডিজিটাল ভিসনের অন্যতম দুটি ব্যপার কানেকটিভিটি এবং ডিজিটাল গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে মোবাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে ৯৫ ভাগ লোক মোবাইল ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল উল্লেখ করে তিনি বলেন করোনাভাইরাস মহামারী কালে মোবাইলের উপর মানুষের নির্ভরতা আরও অনেক বেড়েছে।

আবুল কাশেম মোঃ শিরিন
উপদেষ্টা, সিটিও ফোরাম ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক খাতের ডিজিটাল অগ্রযাত্রা মোবাইল খাতের অবদান ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া মোবাইল ফিনেন্সিয়াল সার্ভিস যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মোবাইল ছাড়া এটা অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রতিটি ট্রান্জেকশনের পরেই প্রত্যেক গ্রাহক ক্ষুদ্র বার্তায় নোটিফিকেশন পান যা গ্রাহকদের আস্থা বাড়িয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন সেবাসহ লাখ লাখ লোক ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে মোবাইল টপআপ করছে। ফলে ব্যাংকিং এবং মোবাইল খাত একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

অনলাইন স্কুলে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই মোবাইলে সংযুক্ত থাকে

নাজনীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক,
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা

মোবাইল ইন্টারনেট থাকায় শিক্ষার্থীরা এই করোনাকালেও অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারছে। সবার ল্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য নেই, তাই মোবাইলই ভরসা। অনলাইন স্কুলে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই মোবাইলে সংযুক্ত থাকে বলে মনে করেন রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজনীন আক্তার।

সম্প্রতি কানেকশনের সংগে আলাপকালে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা মোবাইলে অনলাইন ক্লাস করলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকতে পারে। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়েও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না।

বিশেষকরে, পরীক্ষার সময়গুলোতে আমরা শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মোবাইলে সংযুক্ত থাকার পরামর্শ দেই।

২০২০ সালের শুরুতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর অনেকেই ঢাকার বাইরে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু মোবাইল থাকার ফলে তাদের পড়াশুনায় ব্যঘাত ঘটছে না।

নাজনীন বলেন, দিনে তাঁকে ২/৩টি অনলাইন ক্লাস নিতে হয়। তবে জুনিয়র শিক্ষকদের আরও বেশি ক্লাস নিতে হয়। চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকে তাঁর স্কুল অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করে। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন তিনি, বলেন, এমন পরিস্থিতি আগে কখনোই আসেনি।

একেকটি ক্লাস চলে ৪০ মিনিট ধরে। এই পুরো সময়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা বেশ কঠিন। তিনি বলেন, ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সামনা-সামনি পড়ানো বা কথোপকোথন যতটা সহজে করা যায় অনলাইনে তত সহজ না হওয়াই স্বাভাবিক। 'কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকায় পড়াশুনার কাজটা চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। এটা না থাকলে তো সবরকম পড়াশুনাই বন্ধ হয়ে যেতো,' বলেন তিনি।

অনলাইনে পড়াশুনা করানোর কিছু সুবিধার কথাও জানান এই অধ্যাপক। তিনি বলেন, কোন একটা বিষয় পড়ানোর সময় প্রয়োজন হলেই ইউটিউব থেকে কোন কোন কনটেন্ট নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে খুব দ্রুত বিষয়টা বুঝে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পড়ানোর সময় কোন নাটক বা সিনেমা থেকে তার সংলাপের ভিডিও শেয়ার করে দিলে সবাই অতি সহজে তা পেয়ে যায়। সাইন্সের বিষয়গুলো, যেমন অংক, বায়োলজি, ক্যামিস্ট্রি বা ফিজিক্সে এই সুবিধা আরও অনেক বেশি পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা করানোর সময় সাধারণত কোন সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়, জানতে চাইলে তিনি বলেন, জুম সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এতে অনেক বেশি শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। তাছাড়া টেস্টের সময় শতভাগ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।

ডিজিটাল ক্লাসরুমের অভিজ্ঞতা আগে ছিল কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের কলেজের বেশিরভাগ কক্ষই ডিজিটাল ক্লাসরুম। এই কক্ষগুলোতে প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ইত্যাদি সুবিধা আছে। তিনি বলেন, অনলাইন ক্লাস শুরুর আগে তারা নানা বিষয়ে ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে ইউটিউবে আপলোড করে রাখতেন। শিক্ষার্থীরা সহজেই সেসব কনটেন্টে প্রবেশাধিকার পেতেন। তবে, ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করা অনেক কঠিন কারণ ক্যামেরার সামনে কথা বলা কঠিন, কোন ইন্টারাকশন হয় না। সে হিসাবে অনলাইন ক্লাসে উভয় দিক থেকেই আলাপ চালিয়ে যাওয়া যায়।

তিনি মোবাইল সেবাদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, দেশব্যপী নেটওয়ার্ক আছে বলে আমাদের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অপারেটররা তাদের সেবা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

banglalink

বিগত বন্যায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাংলালিংক এবং এর কর্মচারীরা ৩১৫০০ পরিবারকে খাবার ও ত্রাণ বিতরণ করে

বাংলালিংক সমর্থিত নতুন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেক আইটি বিনামূল্যে পিইসি ক্লাস প্রস্তুতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে

গ্রামীণফোন

বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে গ্রামীণফোন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে অংশীদারিত ১০০০০০ বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে

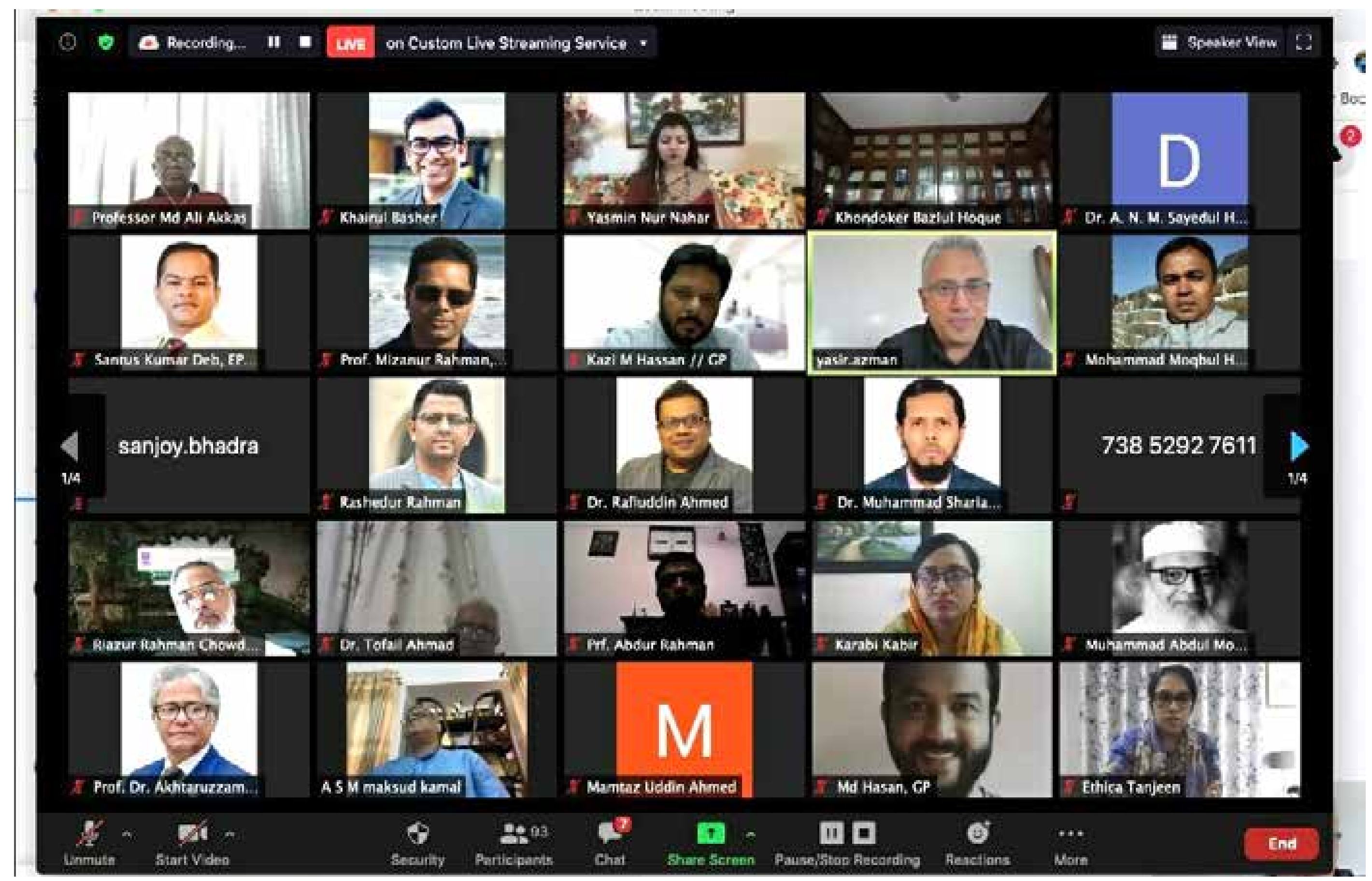

দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় ফোর-জি সংযোগ বিতরণের উদ্দেশ্যে গ্রামীণফোন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে

এটুআই এবং জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের সংগে অংশীদারিত্বে ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য রবি জাতীয় তথ্য কেন্দ্রের ৩৩৩ নম্বরের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করছে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। কোভিড-১৯ কালে ৩৩৩ নম্বরে টোল ফ্রি কল করা যায়

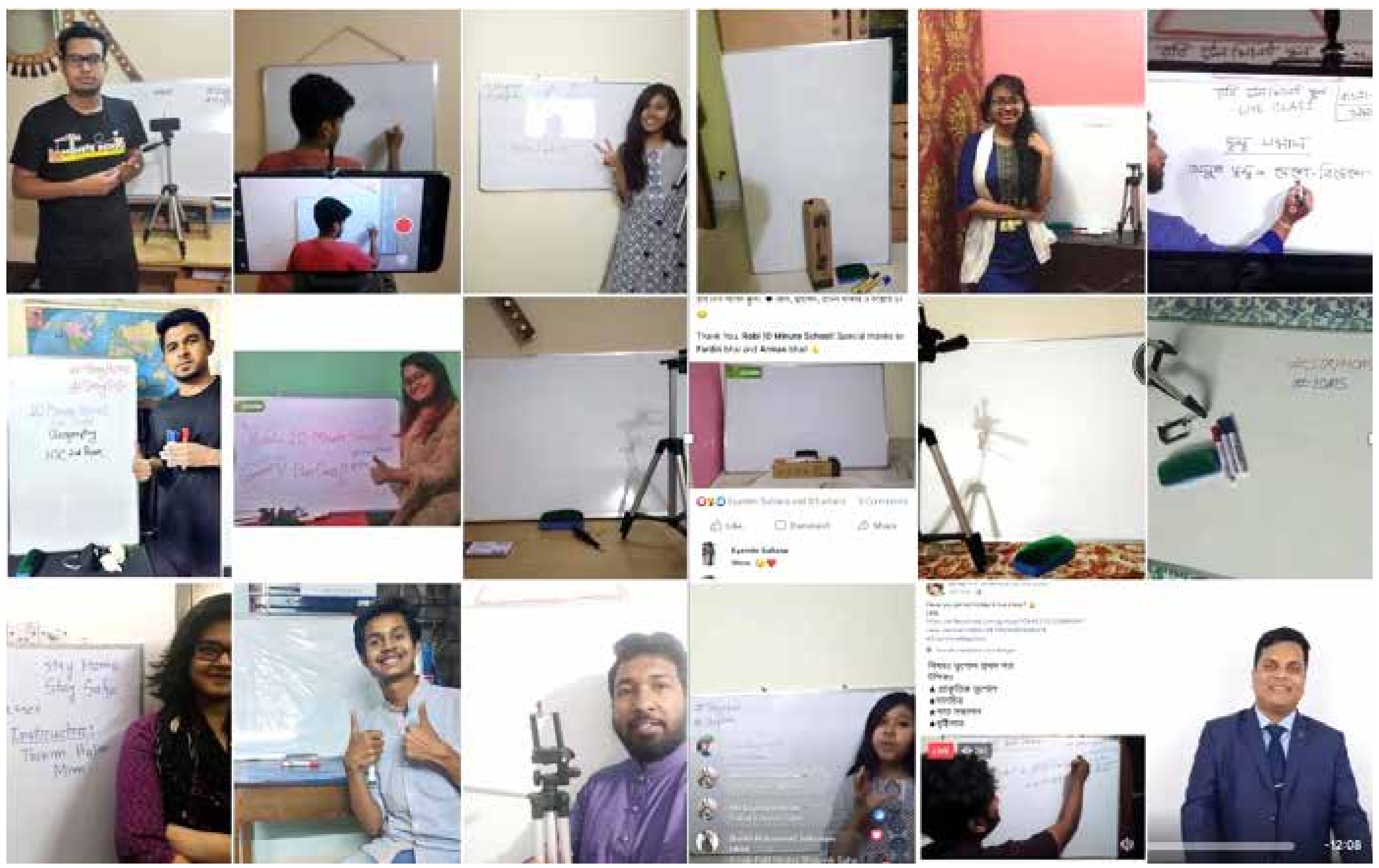

করোনাভাইরাসকালে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য রবি-১০ মিনিট স্কুল নিয়মিতভাবে অনলাইনে সরাসরি ক্লাস সম্প্রচার করে আসছে। এই প্ল্যাটফর্মটি সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে এবং ডিজিটাল শিক্ষার বিকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে

টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন সম্প্রতি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তির জন্য আয়োজিত ডিজিটাল লটারির অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। টেলিটক এতে কারিগরি সহায়তা করে

টেলিটক সম্প্রতি ঢাকা অফিসারস ক্লাবের সংগে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ সময় টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন

ERICSSON

এলএম এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেড সম্প্রতি ডিরেক্টরেট ফর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) অধিদফতরে কেএন ৯৫ মাস্ক বিতরণ করে। ডিজিএইচএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা এবং তার দলের কাছে কোম্পানির কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম এই মাস্ক হস্তান্তর করেন

স্বাস্থ্য সচেতনতার অংশ হিসাবে এলএম এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেড ২০২০ সালের ডিসেম্বরে কোভিড এবং কোভিড পরবর্তী লক্ষণ এবং সতর্কতা নিয়ে অনলাইন সচেতনতা অধিবেশনের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই আয়োজন করা হয়

HUAWEI

জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্থানীয় আইসিটি প্রতিভা বিকাশে গত পাঁচ বছর ধরে ‘সীডস ফর দ্যা ফিউচার’ প্রোগ্রাম আয়োজন করে আসছে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড। সর্বশেষ আয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশজন শিক্ষার্থী তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্স এবং উদ্ভাবনী ধারণার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিল। সম্প্রতি তারা চীনে অবস্থিত হুয়াওয়ের সদর দফতর থেকে উন্নততর আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করা হয়েছিল

স্কুল থেকে দূরে থেকেও পড়াশোনা সহজে করতে বিজয় ডিজিটালের সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ শুরু করেছে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড। এই উদ্যোগের আওতায় ‘ব্রিজিং দ্য ডিজিটাল এডুকেশন ডিভাইড টু রিডিউস দ্য গ্যাপ’ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের টিঅ্যান্ডটি হাই স্কুলগুলোতে প্রি-স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে হুয়াওয়ে স্মার্ট ডিভাইস, বিজয় ডিজিটাল অ্যাপ ও কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়া হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত সহযোগিতায় রয়েছে ইউনেস্কো বাংলাদেশ

নোকিয়া বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড রাশেদ হক সম্প্রতি এক সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, এপ্যাকের সভাপতি জায়ে ওন এবং টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন

সম্প্রতি এমটব নেতৃবৃন্দ সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ আফজাল হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন

এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) বিটিআরসির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার এর সাথে সম্প্রতি সাক্ষাত করেন

বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত উদ্যোগ

দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটররা বর্তমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের সময় সরকার ঘোষিত জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিকম সেবা সরবরাহ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুঃসময়ে গ্রাহকদের কাছে টেলিকম সেবা সরবরাহ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে।

আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য প্রদান

ইন্টারনেট

ইন্টারনেটের দাম অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক নামিয়ে আনা হয়েছে

ডাটা প্যাকেজে বোনাস প্রদান করা হয়েছে

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

ডায়াল টোনের সঙ্গে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রদান

এস এম এস বেজড করোনা এলার্ট সার্ভিস

প্রযুক্তিগত সহায়তা

*এ আই (AI) ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে করোনা আপডেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

মোবাইলে কথা বলা

কল রেট হ্রাস ও কল ডিউরেশন বাড়ানো হয়েছে

যারা টপ-আপ করতে পারেনি তাদের ব্যালান্স ও ডাটা প্রদান ও একাউন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে

চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রফেশনাল পিপিই প্রদান

করোনা টেস্ট কিট প্রদান

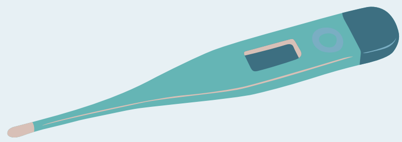

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ফ্রি সেবা

টোল-ফ্রি নাম্বার

ফ্রি এস এম এস

ফ্রি ডাক্তারি সেবা

চিকিৎসদের ফ্রি টক টাইম প্রদান

ফ্রি ই-লারনিং ও অনলাইন ক্লাস

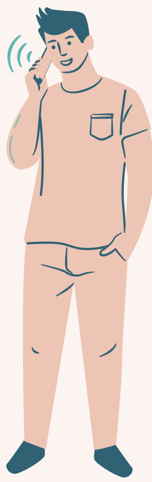

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা ঃ ওয়ালি সেন্টার, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : ০৯৬৩-৮০২৬৮৬২ ও ০২ ৯৮৫৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১,
ই-মেইল: info@amtob.org.bd ওয়েবসাইট : www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত
সম্পাদকঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন ও কনসেপ্ট : মোস্তাফিজুর রহমান
ইনফোগ্রাফিক্স : হাসান তারিকুল ইসলাম